REFLECTIONS

'মায়াবী চশমা': এক আত্মজীবনী

The Enchanted Glasses: An Autobiography

(Translated in English by Subham Kundu, AIF; please scroll below)

কাজী রোশন মুস্তাফা হাসান
By Kazi Roson
AIF

বছর চোদ্দো আগে ইতালির একটি ছোট্ট শহরে আমার জন্ম। বাবা আর মা আমায় যথেষ্ট দক্ষতার সাথেই প্রতিটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা তিলে তিলে জুড়ে আমার বর্তমান মস্তিষ্ক, হৃদয় ও দেহের রূপ দিয়েছেন। সাবেকী ছোঁয়ায় ও অসীম ভালোবাসায় তারা আমায় সবসময় দেখভাল করেছেন। ভারতের এক প্রাণবন্ত শহর কলকাতায় একদিন আমায় পাঠানো হল যাতে আমি নিজের মতো করে স্থায়ীভাবে ওখানে বসবাস করতে শুরু করি, যদিও বাবা ও মায়ের থেকে এতো দূরে থাকতে আমার বেশ কষ্ট ও ভয়ই করছিল। তবুও মা-বাবা আমায় এটাই বোঝালেন যে, এখন থেকে নিজ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে হলে একাই থাকতে হবে। তাই এরপর তারা নিজেদের চোখের কোণে জমে ওঠা কান্নাকে সরিয়ে হাসিমুখের ভান করে আমায় বিদায় জানালেন, কিন্তু তাদের সেই অভিনয় আমার ছোট্ট অবুঝ হৃদয়কেও বোকা বানাতে পারেনি। পৌঁছে কলকাতায়, বোধহয় এক-দুদিন ওখানে কাটালাম, তারপরই রওনা হলাম পাশেরই ঘন্টা দেড়েক দূরের এক মফস্বল উলুবেড়িয়াতে। সেখানে আমার ঠাঁই হল এক মাতোয়ারা মধ্যবিত্ত পরিবারে। একদিন সকালে একজন কিশোর ছেলে একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের সাথে আমার কাছে আসে এবং তাদের কথোপকথন থেকে আমি জানতে পারি যে ছেলেটির মায়োপিয়া হয়েছে তাই তার বাবা আমাকে একটি অস্থায়ী প্রতিকার হিসেবে কিনে দিয়েছেন। সেই ছেলেটা আমায় পেয়ে আনন্দে আত্মহারা! যখন সে আমাকে প্রথমবার এতো ঘনিষ্ঠভাবে পরিধান করলো, তখন তার চোখগুলো এতটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যেন মনে হচ্ছে যে চোখগুলো আমাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তাদের কোনও ত্রুটি নেই। ছেলেটি আমাকে তার সমস্ত বন্ধুদের কাছে দেখিয়েছিল এবং প্রতিবারের মতোই আমার আকৃতি এবং ঝকঝকে চেহারার জন্য আমি প্রশংসিত হয়েছিলাম। সেই অনুভূতি যেন আমার বুক গর্বে ফুলিয়ে বেলুনের মতো উড়িয়ে ছিল। প্রতিদিন সে আমায় জল দিয়ে পরিষ্কার করে একটি মসৃণ কাপড় দিয়ে মুছতো। এই প্রক্রিয়াটি আমাকে বারংবার অনুভব করাতো যেন সময় কখনও আমার সৌন্দর্যকে নষ্ট করতে পারবে না। সেই ছেলেটির একটি সুন্দর নাম ছিল—রোশন এবং তার যত্নশীল মনোভাব আমাকে আমার নিজের বাবা-মায়ের কথা মনে করিয়ে দিতো। কালক্রমে আমরা একে অপরের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠলাম, প্রায় অবিচ্ছেদ্যও বলা চলে।

তাই রোশন যখন স্নান করতে বা ঘুমোতে যেতো তখন আমি বড়োই একাকীবোধ করতাম। ৪ কিংবা ৫ বছর পর একদিন আমার থুড়ি রোশনের বাড়িতে পরীক্ষায় তার ভালো ফলাফলের জন্য উৎসব চলছিল। টেবিলে বসে বসে সেই উদযাপন দেখার সময় আমারও খুশির বাঁধ ভেঙে গেছিল, মনে হচ্ছিল যেন এটিও আমার সাফল্য। সবাই মজা করছিল, হঠাৎ একটা পুঁচকে বাচ্চা এসে,আমার একটা কান ধরে, সর্বশক্তি দিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে আমাকে ঘোরাতে লাগলো। ঘূর্ণায়মান গতির জন্য আমি এতটাই ভীত হয়ে পড়লাম যে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম। আচমকা, আমি বাচ্চাটির খুদে আঙ্গুলের আলগা প্রান্ত থেকে পিছলে বেরিয়ে গিয়ে দেয়ালে সজোরে আছাড় খেয়ে নিচে পড়লাম। গুরুতর আহত হয়ে আমায় সাথে সাথেই আইসিইউতে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হল। রোশন আমার জন্য এতটাই নিজেকে দোষী এবং দুঃখিত বোধ করছিল যে সেই মুহূর্তে শিশুসুলভ ভাবে কেঁদেই চলেছিল,যার ম্রিয়মাণ ধ্বনি আমার কানেও এল।দু'সপ্তাহ পরে আমার স্বাস্থ্যের মতিগতি ফিরে আসতে আমি একেবারেই নতুন চেহারায় ছিলাম। তবে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম কারণ রোশন আমায় এই নতুন চেহারায় গ্রহণ করবে কি না সেই ভেবে! কিন্তু ছেলেটার আনন্দের সীমা ছিল না যখন সে আমায় দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার চোখের স্পর্শে আমাকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে। এবং আমাকে এও বলেছিল যে, এই বেদনাদায়ক দিনগুলিতে সে আমার জন্য কতটা গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রোশনের প্রতি জমাটবাঁধা যে অভিমান আমার মনে ছিল (সেইদিনের তারই অসাবধানতার জন্য যেন আমার এ সমস্ত যন্ত্রণা এবং হয়রানি) সবই মুছে গেল নিমেষে। কয়েক ফোঁটা অশ্রু আমার উপর পড়ল কিন্তু আমি জানি এটা সেই ধরনের অশ্রু ছিল যা আমি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম। এটি ছিল জানা আনন্দ এবং অজানা দুঃখের প্রতীক। এই মুহূর্তে, আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে যতক্ষণ না ল্যাসিক সার্জারি কিছু স্থায়ী প্রতিকার আনবে ততক্ষণ আমি রোশনের সাথে থাকব। আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং স্বপ্ন পূরণের জন্য ছেলেটা যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তা আমি অনুভব করতে পারি। আমার পিতামাতার প্রত্যাশা,ব্যয়, মহত্ত্ব ও সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গিত আমার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা। তাই শেষ কিন্তু অন্তত নয়, আমিও রোশনকে গর্বিত করব প্রশান্তিদায়ক সুখের মধ্য দিয়ে,আমার নিষ্ঠার মাধ্যমে এবং ক্ষণস্থায়ী প্রতিকারের মধ্য দিয়ে যা ডেকে আনতে পারে আমার ক্ষয়। "আমার জীবন আমার বার্তা", যে গান্ধীবাদী দর্শন আমি চিরকাল আমার হৃদয়ে ধরে রাখব। এই সমস্ত চিন্তাভাবনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার চোখও কখন ঝাপসা হয়ে গেল তা খেয়ালই করিনি।

Fourteen years ago, in a quiet town in Italy, I was born to a loving father and mother. With great care and tenderness, they shaped every part of me, ensuring I was perfect in every way. They nurtured me, polished me, and infused me with a purpose—to bring clarity to someone's life. Their love made me feel special, but I knew one day, I would have to leave them to fulfill my destiny.

That day came sooner than I had expected. I was sent far away to India, first to the bustling city of Kolkata. The thought of being so far from my parents filled me with fear and sadness. But they assured me, with tears in their eyes and a brave smile, that it was time for me to discover my true purpose. Their parting words stayed with me: *"Your life will carry our love and devotion. Serve well."*

After a brief stay in Kolkata, I arrived in a small town called Uluberia, where I met Roson. He was a young boy with dreams in his heart but a blurry view of the world. His father brought him to me, and from the moment Roson put me on, his eyes sparkled with life. I became his constant companion, helping him see the world clearly for the first time. Roson treated me with such care that I often felt like I was still in the safe hands of my parents. Each day, he would clean me gently, ensuring I stayed as clear and polished as the day we met. His kindness reminded me of my father's steady hands and my mother's soft touch. For years, we shared an unbreakable bond. I witnessed Roson's laughter, tears, and quiet moments of determination. He relied on me, and I found my purpose in being there for him.

But life, as my parents had once told me, is unpredictable. One day, during a family celebration, a small child grabbed me. Before I knew it, I slipped from his tiny hands and crashed onto the floor. My frame cracked, and my lenses shattered. Roson rushed to me, his face pale with guilt and sorrow. He cradled me gently, tears streaming down his cheeks. I was taken for repair, but those weeks felt like an eternity. I worried: would Roson still accept me when I returned, changed and imperfect? When I was finally restored, I looked different. But Roson's reaction erased all my fears. He held me close and said, *"I have missed you so much."* In that moment, I understood that his love for me was not about my appearance but about the bond we shared. From then on, I served Roson with even greater devotion. I knew our time together was temporary. One day, a permanent solution like surgery might replace me. But until that day came, I vowed to remain by his side, giving him the gift of clear sight.

Through my journey with Roson, I realized a truth my parents had always known: life is not about how long we exist, but how well we serve. Like Gandhiji said, *"My life is my message."* In my small way, I had lived that message, carrying love and clarity to someone who needed me. I may just be a pair of glasses, but my story is one of love, sacrifice and purpose. My parents' hopes, Roson's faith and my own journey have made my life meaningful.